Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-05-2026 16:18 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৪ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১৯ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪৫ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

এবার বুলডোজার চলবে অভিষেকের 'শান্তিনিকেতনে'! নোটিস ধরালো কলকাতা পুরসভা

মোদির বিদেশ সফরে সাংবাদিক-সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে ভারত

বিচারপতি শর্মার বিরুদ্ধে মানহানিকর পোস্ট! কেজরিকে আদালত অবমাননার নোটিস দিল্লি হাই কোর্টের

গরুকে আদরেই কমবে প্রেসার-দিলীপ

নয়া জামানা ঃ কলকাতায় প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে ফের গোমাতা-তত্ত্বে সরব হলেন বিজেপি নেতা তথা প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।কাঁকুড়গাছির এক চা-চক্রে তিনি দাবি করেন, গরুর গলকম্বল বা কুঁজে হাত বোলালে নাকি দ্রুত কমে যায় ব্লাড প্রেশার।পাশাপাশি গোবরের 'রোগ নিরাময় ক্ষমতা'র কথাও তুলে ধরেন তিনি।অতীতে গরুর দুধে সোনার উপাদান, গোমূত্রের উপকারিতা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন দিলীপ। এদিনও

সমালোচকদের কটাক্ষ করে বলেন, গাধারা কখনও গরুর মর্ম বুঝবে না।

শান্তিনিকেতনে নোটিস, চাপে অভিষেক

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার কলকাতা পুরসভার নজরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের একাধিক সম্পত্তি। বেআইনি নির্মাণ ও অনুমোদনহীন কাঠামোর অভিযোগে মোট ১৭টি ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে নোটিস। সবচেয়ে বেশি চর্চায় হরিশ মুখার্জি রোডের 'শান্তিনিকেতন' ভবন। পুরসভার দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ নথি দেখাতে না পারলে শুরু হবে ভাঙার অভিযান। কালীঘাট রোড ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সরণির একাধিক সম্পত্তিও রয়েছে তালিকায়।

রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, নতুন সরকারের প্রশাসনিক কড়াকড়ির বড় বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে এই পদক্ষেপকে।

বাজেট পেশ করবেন শুভেন্দু !

নয়া জামানা ঃ বাংলায় বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনে আপাতত তাড়াহুড়ো নেই। 'ধীরে চলো' নীতিতেই এগোতে চাইছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, কোন নেতা মন্ত্রিসভায় জায়গা পাবেন তা নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা শুরু হয়েছে।তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সময় নিতে চাইছে দল।আগামী ১৮ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। অর্থমন্ত্রী না থাকায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই বাজেট পেশ করতে

পারেন বলে জল্পনা।রাজনৈতিক মহলের মতে,সংগঠন ও প্রশাসনের ভারসাম্য বজায় রাখতেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে সতর্ক বিজেপি।

পুষ্পা-র ইউ-টার্ন !

ফলতায় ময়দান ছাড়লেন জাহাঙ্গীর

মানস দাস ● নয়া জামানা

২১ মে-র হাইভোল্টেজ পুনর্নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে বড়সড় চমক।ভোটের ময়দান থেকে আচমকাই সরে দাঁড়ালেন তৃণমূলের বিতর্কিত নেতা জাহাঙ্গীর খান।যিনি কয়েকদিন আগেও প্রশাসনকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, পুষ্পা ঝুকেগা নেহি!সেই নেতাই এবার ভোটের আগেই কার্যত ব্যাকফুটে। সাংবাদিক বৈঠক করে জাহাঙ্গীর ঘোষণা করেন, ফলতার উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিনি ২১ মে-র পুনর্নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা।প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়নের স্বার্থে যদি সরে দাঁড়াতেই হয় তাহলে ভোটের ঠিক আগের মুহূর্তে এমন সিদ্ধান্ত কেন ?রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি,পুনর্নির্বাচনে কঠিন লড়াই এবং সম্ভাব্য হার আঁচ করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাহাঙ্গীর।আবার কেউ কেউ মনে করছেন,দলের অন্দরেই চাপ তৈরি হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও

সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দেননি তিনি।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটে জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে ভোটারদের হেনস্থা,আতঙ্ক ছড়ানো এবং ইভিএমে টেপ লাগানোর মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। যদিও এদিন তিনি সব অভিযোগই অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রকৃত দোষীদের নাম জানতে চাইলে কার্যত নীরব থাকেন তৃণমূল নেতা।কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা হতেই জাহাঙ্গীরের এই সরে দাঁড়ানোকে বিরোধীরারাজনৈতিক আত্মসমর্পণ বলেই কটাক্ষ করছে।যে নেতা কয়েকদিন আগেও নিজেকে 'অদম্য পুষ্পা' হিসেবে তুলে ধরছিলেন তাঁর হঠাৎ এই ইউ-টার্নে ফলতার ভোট রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে।এখন নজর একটাই জাহাঙ্গীরের প্রস্থান কি ফলতার ভোটের হাওয়া পুরো বদলে দেবে ?

শহিদ বিজেপি কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ,

ফলতায় মুখ্যমন্ত্রীর রোড-শো

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের আর মাত্র দু'দিন বাকি। তার আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে চরমে উঠেছে নির্বাচনী উত্তাপ। প্রচারের শেষ দিনে মঙ্গলবার সকালেই ফলতায় পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার সমর্থনে এ দিন একটি মেগা রোড-শো করেন তিনি। কর্মসূচির শুরুতে স্থানীয় এক শিবমন্দিরে পুজোও দেন মুখ্যমন্ত্রী।মঙ্গলবার সকালে বনেশ্বর এলাকার প্রাচীন শিবমন্দিরে পুজো ও আরতি সারেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর সেখান থেকেই শুরু হয় রোড-শো। বনেশ্বর থেকে ফলতা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এই কর্মসূচিতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমায় বহু মানুষ। হুডখোলা গাড়িতে থাকা মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে চলে পুষ্পবৃষ্টি। তিনি হাত নেড়ে এবং করজোড়ে উপস্থিত জনতার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন।রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে

ইতিমধ্যেই বিজেপি সরকার গঠন করলেও ফলতা কেন্দ্রের এই নির্বাচনকে মর্যাদার লড়াই হিসেবেই দেখছে গেরুয়া শিবির। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকার অন্তর্গত এই কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ধারাবাহিক প্রচার চলছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ দিনের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক বার্তার পাশাপাশি ছিল আবেগঘন একটি পর্বও। রোড-শো শেষে মুখ্যমন্ত্রী চণ্ডীপুরে প্রয়াত বিজেপি কর্মী স্বপন মণ্ডলের বাড়িতে যান। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে বিজেপির অভিযোগ। স্বপনবাবুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতেই মধ্যাহ্নভোজ সারেন মুখ্যমন্ত্রী।ফলতার এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরেও উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা এবং তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান-এর মধ্যে টানাপোড়েন নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে।উল্লেখ্য, গত শনিবার ফলতার সভা থেকে তৃণমূল প্রার্থীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সেই মন্তব্য নিয়েও রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়।প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের পর ফলতার কয়েকটি বুথে বুথ জ্যাম ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশন কয়েকটি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। আগামী ২১ মে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ফল ঘোষণা হবে ২৪ মে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-05-2026 16:18 Page 2

জিহাদি ড্রাগ'!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতে এই প্রথম ক্যাপ্টাগন ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। এই মাদককে প্রায়শই 'জিহাদি মাদক' বা 'গরিবের কোকেন' বলে অভিহিত করা হয়। যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'অপারেশন রেজপিল'-এর অংশ হিসেবে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দর এবং দিল্লির নেব সরাই এলাকা থেকে ১৮২ কোটি টাকা মূল্যের ক্যাপটাগন ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে।অমিত শাহ জানান, এই মাদকদ্রব্যগুলো উপসাগরীয় দেশগুলোতে পাচারের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল। এই ঘটনায় এক বিদেশি নাগরিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত সিরীয় নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইট করে বলেন, ক্ষুন্মোদি সরকার একটি 'মাদকমুক্ত ভারত' গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সংস্থাগুলো প্রথমবারের মতো ক্যাপটাগন (তথাকথিত 'জিহাদি মাদক') বাজেয়াপ্ত করার এই সাফল্য অর্জন করেছে। যে বিষয়টি সবার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তা হল এর ডাকনাম; 'জিহাদি মাদক'। যেহেতু ক্যাপটাগন উৎপাদন খরচ অত্যন্ত কম, তাই এটি 'গরিবের কোকেন' হিসেবেও পরিচিত। এটি অত্যন্ত আসক্তি সৃষ্টিকারী একটি উদ্দীপক, যা সিরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে বারবারই নজরে এসেছে। সিরীয় গৃহযুদ্ধের সময় ইসলামিক স্টেটের সন্ত্রাসবাদীরা দীর্ঘক্ষণ জেগে থাকা, ভয় দমন করা এবং কর্মচঞ্চল থাকার উদ্দেশ্যে এই মাদকটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত। আর এ কারণেই ক্যাপটাগনকে 'জিহাদি মাদক' হিসেবে আখ্যায়িত করা শুরু হয়।বাজেয়াপ্ত মাদক উপসাগরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল। উপসাগরীয় অঞ্চলটি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিষয়টি থেকে ধারণা করা যায় যে, মাদকগুলো সম্ভবত ওই সংঘাতের সঙ্গে জড়িত যোদ্ধাদের জন্যই পাঠানো হচ্ছিল।তবে ক্যাপটাগন কোনও নতুন মাদক নয়। এর মূল রূপটি 'ফেনেথাইলিন' নামে পরিচিত ছিল এবং ১৯৬০-এর দশকে মনোযোগের ঘাটতি বা নারকোলেপসির (অত্যধিক ঘুমজনিত ব্যাধি) মতো শারীরিক সমস্যাগুলোর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এর তীব্র আসক্তি সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য এবং অপব্যবহারের ব্যাপক ঝুঁকির কারণে ১৯৮০-এর দশকে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।পরবর্তীতে রাষ্ট্রসংঘ 'সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস বিষয়ক কনভেনশন'-এর 'তফসিল-২'-এর অন্তর্ভুক্ত করে। মূলত মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টিকারী বা সাইকোঅ্যাক্টিভ মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই এই চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।বর্তমানে কালোবাজারে যে 'জিহাদি মাদক'টি বিক্রি হচ্ছে, তা এর মূল বা আদি রূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলো গোপনে গবেষণাগারে তৈরি করা হয় এবং এতে অ্যাম্ফিটামিন, ক্যাফেইন, মেথঅ্যাম্ফিটামিন এবং অন্যান্য কৃত্রিম রাসায়নিকের মিশ্রণ থাকে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাদকের সামান্য পরিমাণ সেবনও অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। ব্যবহারকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে জেগে থাকতে পারেন, তাদের ক্ষুধা ও ক্লান্তি বোধ কমে যায় এবং তারা হঠাৎ করেই বিপুল শক্তির প্রবাহ অনুভব করেন।এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোও সমানভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এটি আগ্রাসী মনোভাব, হিংসামূলক আচরণ এবং বেপরোয়া কার্যকলাপের জন্ম দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, এর একটানা ব্যবহার মানসিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, আল-আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ক্যাপ্টাগনের বিশাল মজুদ খুঁজে পায় বলে খবর পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, ক্যাপ্টাগন পাচারের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল মুনাফা সংগঠিত অপরাধ চক্র এবং উগ্রবাদী নেটওয়ার্কগুলোকে অর্থ যোগাতে করতে ব্যবহার হয়। আর ঠিক এই কারণেই, ভারতে প্রথমবারের মতো এই 'জিহাদি মাদক' বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ছাত্রকে কাছে পেলেই লাগাতার মুখমৈথুন শিক্ষিকার!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের একটি হাইস্কুলে এক ১৬ বছর বয়সী ছাত্রের সাথে যৌন সম্পর্কের অভিযোগে এক স্কুল শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিনকন কাউন্টি শেরিফ অফিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৯ বছর বয়সী ওই শিক্ষিকার নাম মেডেলিন গ্রেগরি, যিনি মেডেলিন স্কুন নামেও পরিচিত। সোমবার বিকেলে স্কুলের ছুটি হওয়ার পরপরই তাকে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।বিবাহিত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্কের সাথে যৌন অসদাচরণ এবং অনৈতিক উদ্দেশ্যে যোগাযোগের অভিযোগ আনা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য স্পোকসম্যান'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ওই শিক্ষিকা এবং ছাত্র উভয়েই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। তদন্তকারীদের তারা জানান, স্কুলের শ্রেণিকক্ষ ছাড়াও ক্যাম্পাসের ভেতর বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি জিমনেসিয়ামের একটি স্টোররুম এবং টেনিস কোর্টের পেছনের ঝোপঝাড়ের আড়ালেও তারা শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন।আদালতের নথিপত্র থেকে জানা গেছে, ঘটনার বেশ কিছু অকাট্য প্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, স্কুলের ছুটির পর ওই ছাত্রকে নিয়ে মেডেলিন নিজের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন এবং প্রায় ৪৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে তারা ভেতরে ছিলেন। এছাড়া অন্য একটি সিসিটিভি ফুটেজে তাদের একটি ওয়ালমার্ট সুপারশপের সামনে দেখা যায়, যেখান থেকে তারা শিক্ষিকার গাড়িতে চড়ে রওনা হন এবং কয়েক ঘণ্টা পর আবার ফিরে আসেন।পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে যখন ওই ছাত্রের মা তার ছেলের ফোনে শিক্ষিকার পাঠানো কিছু আপত্তিকর টেক্সট মেসেজ দেখতে পান এবং বিষয়টি শেরিফ দপ্তরকে জানান। 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই ছাত্র একপর্যায়ে এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু মেডেলিন তাকে হুমকি দেন যে সম্পর্ক ভেঙে দিলে তিনি নিজের জীবন শেষ করে দেবেন।গ্রেপ্তারের পর মঙ্গলবার মেডেলিনকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তার ৫০ হাজার ডলারের জামিন মঞ্জুর করেন। তবে জামিনের শর্ত হিসেবে তদন্ত চলাকালীন সময়ে তাকে যেকোনও অপ্রাপ্তবয়স্কের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশি তদন্ত এখনো অব্যাহত রয়েছে।

চুরি করে প্রেমের বার্তা দিল চোর!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুরের ভিআইপি জোন গান্ধী চক এলাকায় অবস্থিত কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় 'রাজীব ভবন'-এ এক অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটেছে। কার্যালয়ের বাথরুম থেকে নিখুঁতভাবে প্রায় ৭২টি দামি জলের কল (ট্যাপ) চুরি করে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। তবে কেবল চুরি করাই নয়, যাওয়ার আগে অফিসের মেঝেতে একটি 'লাভ ইউ' চিরকুট লিখে রেখে গেছে তারা।এই অভিনব কাণ্ডটি ঘটার পর শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

জানা গেছে, রাজীব ভবনে এই নিয়ে পরপর তিনবার চুরির ঘটনা ঘটল, যা এই হাই-প্রোফাইল এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। কংগ্রেস নেতাদের দাবি, চোরেরা এতটাই নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ছিল যে কোনও তাড়া ছাড়াই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বাথরুমের প্রতিটি দামি কল খুলে নিয়ে গেছে।ঘটনার খবর পেয়ে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বালকৃষ্ণ পাঠক রাজীব ভবনে ছুটে যান এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই চুরির পেছনে শহরের সক্রিয় মাদকাসক্ত এবং সমাজবিরোধীদের হাত রয়েছে বলে তিনি সন্দেহ করছেন।বালকৃষ্ণ পাঠক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এটি এই কার্যালয়ে তৃতীয়বার চুরির ঘটনা। চোরদের এই দুঃসাহস প্রমাণ করে যে শহরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যাওয়ার আগে তারা মেঝেতে বার্তা লিখে রেখে গেছে, যা সরাসরি পুলিশ এবং প্রশাসনকে প্রকাশ্য উপহাস করার শামিল।পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং মেঝের লেখার সূত্র ধরে অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে খোদ রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে ঢুকে চোরদের এমন রসিকতা ও চুরির ঘটনা এখন পুরো এলাকায় বেশ চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হান্টাভাইরাস রুখতে পারে স্তন্যদুগ্ধ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজকাল সমাজমাধ্যমে কত রকম বিষয়ই না ঘুরে বেড়ায়। সম্প্রতি নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি দাবি। যেখানে বলা হয়েছে, স্তন্যদুগ্ধে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা নাকি হান্টাভাইরাসকে 'নিষ্ক্রিয়' করতে পারে। এমনকী কিছু পোস্টে দাবি করা হয়েছে, গবেষকরা নাকি এই বিষয়ে পরীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকও খুঁজছেন। কিন্তু এই দাবির কতটা সত্যি?বর্তমানে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যা থেকে প্রমাণিত হয় যে স্তন্যদুগ্ধ পান করলে হান্টাভাইরাস সেরে যায় বা তা প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিংবা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ট প্রিভেনশন, কোনও সংস্থাই এ ধরনের দাবি সমর্থন করেনি।হান্টাভাইরাস একটি বিরল ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, যা সাধারণত ইঁদুর বা সংক্রমিত প্রাণীর মল, মূত্র বা লালার সংস্পর্শে ছড়ায়। এই ভাইরাসে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, পেশিতে ব্যথা, এমনকী ফুসফুসে জটিল সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-05-2026 16:18 Page 3

ধুলোয় ঢেকেছে বারাবনি-সালানপুর

কেশার আতঙ্কে বাড়ছে সিলিকোসিসের আশঙ্কা

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , বারাবনি ঃ বালি, কয়লা, পাথরের পর এবার বারাবনি ও সালানপুরের কেশার মেশিনগুলিকে ঘিরে বড়সড় অভিযানের ইঙ্গিত মিলছে প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এই দুই ব্লকে বহু কেশার কার্যত অবৈধভাবেই চলেছে। কোথাও নেই বৈধ নথি, কোথাও আবার দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোনও নিয়মই মানা হয়নি। আর সেই লাগামছাড়া দূষণের জেরেই ধীরে ধীরে মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে গোটা এলাকা; এমনই অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।স্থানীয়দের দাবি, দিনের পর দিন অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাথর গুঁড়ো করার ফলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিপজ্জনক ধুলিকণা। সেই ধুলো ফুসফুসে গিয়ে তৈরি করছে মারণ রোগ সিলিকোসিসের আশঙ্কা। অতীতে এই সিলিকোসিস সমস্যা নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। পরিবেশ দূষণ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে আন্দোলনও হয়েছে এলাকায়।রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই একের পর এক অবৈধ কারবারে কড়া অবস্থান নিতে শুরু করেছে প্রশাসন। বালি, কয়লা ও পাথরের বহু বেআইনি ব্যবসা ইতিমধ্যেই স্তব্ধ হয়েছে। তবে অভিযোগ, পুরনো মজুতের আড়ালে এখনও বহু কেশার মেশিন চলছে দেদার। আর সেই কারণেই পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য বিপর্যয় আরও বাড়ছে বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই বারাবনি ও সালানপুরের সমস্ত কেশার মেশিনের নথি, লাইসেন্স, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বৈধতা খতিয়ে দেখা হতে পারে। নিয়ম না মানলে বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে একাধিক ইউনিট। এই সম্ভাবনাতেই এখন কার্যত রাতের ঘুম উড়েছে বহু কেশার মালিকের।

এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা; এবার কি সত্যিই থামবে ধুলো উড়িয়ে চলা সেই অদৃশ্য মৃত্যুকল?

কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় চলতে থাকা অচলাবস্থার আবহে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। সোমবার আচমকাই নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন তিনি। ইতিমধ্যে পদত্যাগপত্র পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়া বর্মন দেবশর্মার কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এদিন পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে একটি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছিল। তবে নির্ধারিত বৈঠকের আগেই সেই সভা স্থগিত করে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। তিনি বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরবোর্ড পরিচালনায় সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।ভাইস চেয়ারম্যান জয়া বর্মন দেবশর্মা জানিয়েছেন, চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র তাঁর কাছে পৌঁছেছে। এদিনের বোর্ড মিটিং স্থগিত রাখা হয়েছে এবং আগামী ২৮ তারিখ নতুন করে বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকেই চেয়ারম্যানের পদত্যাগ সংক্রান্ত বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে রামনিবাস সাহার পরিবর্তে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান পদে আনা হয়েছিল বিশ্বজিৎ কুণ্ডুকে। একই সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয় জয়া বর্মন দেবশর্মাকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা নিয়ে চাপের মুখে পড়েছিলেন চেয়ারম্যান। গত কয়েকদিন ধরেই তাঁর পদত্যাগ নিয়ে জল্পনা চলছিল। সোমবার সেই জল্পনারই অবসান হল।এদিকে চেয়ারম্যানের পদত্যাগকে কেন্দ্র করে পুরসভার বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপি কাউন্সিলার গৌরাঙ্গ দাবি করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে পুরসভায় একাধিক অনিয়ম হয়েছে এবং তার পূর্ণ হিসাব হওয়া উচিত। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূলের কাউন্সিলাররা।

ঘরের ছেলে ঘরেই কাজ পাবে’

বিজয় মিছিল থেকে বার্তা বিজেপির

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ এলাকায় অসংখ্য কল-কারখানা থাকার পরেও স্থানীয় মানুষদেরই ছুটতে হয়েছে কাজের জন্য ভিন রাজ্যে। তা কেন হবে ? এবার থেকে ঘরের ছেলে ঘরেই কাজ পাবে - মঙ্গলবারের বিজয় মিছিল থেকে এমনই বার্তা দিলেন জামুরিয়া মন্ডল টু এর মন্ডল সভাপতি রাহুল বাউরি। শনিবার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের জামুরিয়া মন্ডল টু এর শ্যামলা অঞ্চলের শ্যামলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির বিজয় মিছিল। মহিলা ঢাকি থেকে শুরু করে ডিজে এমনকি দীর্ঘ মিছিলে লাড্ডু ও ঝাল মুড়ি বিতরণ সমস্ত আয়োজনই দেখা যায়। একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে কর্মীরা সকলকে গৌরিক অভিনন্দনও জানান। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়া মন্ডল টু এর মন্ডল সভাপতি রাহুল বাউরি , জেলা বিজেপি কিষান মোর্চার সভাপতি রমেশ ঘোষ , জামুরিয়া মন্ডল টু এর যুব মোর্চার সভাপতি দেবাশীষ দুবে সহ শ্যামলা গ্রামের বিজেপি নেতৃত্বরা এবং অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা। মিছিলে বিজেপির পুরুষকর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি স্বমহিমায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় অসংখ্য মহিলা কেউ। এদিন বিজেপির মন্ডল ২ এর সভাপতি রাহুল বাউরি জানান , ১৫ বছরের অপশাসনের পর এক ভয়মুক্ত পরিবেশ পেল সাধারণ মানুষ। তাই খুশিতে সকলেই মেতে উঠেছে।

পাশাপাশি এদিন মন্ডল সভাপতি রাহুল বাউরি, তৃণমূল আমলে এলাকার বেকারত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরে জানান, জামুরিয়া একটি শিল্পাঞ্চল যেখানে ছোট-বড় মিলিয়ে অসংখ্য কলকারখানা রয়েছে। তারপরও এখানকার ছেলে মেয়েরাই বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছে। আগামী দিনে আর কাউকে বেকার হয়ে ঘুরতে হবে না এবার ঘরের ছেলে ঘরেই কাজ পাবে বলেই জানান মন্ডল সভাপতি রাহুল বাউরি।

এছাড়াও এদিন বিজয় মিছিলে উপস্থিত জেলা বিজেপি কিষান মোর্চার সভাপতি রমেশ ঘোষ জানান, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার লাভের পর মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ ছিল দীর্ঘ ১৫ বছরে রাজ্যে তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্ত হয়ে সেই উচ্ছ্বাস ও আনন্দ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন মানুষের মধ্যে। তিনি বলেন আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর বঞ্চিত হতে হবে না ,

এবার সকলেই ভয় মুক্ত ও সুস্থ স্বাভাবিক একটি পরিবেশে বসবাস করবে।

ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার ১ পাচারকারী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার পুলিশ। অটো গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিয়ে ১, ৭৪৪ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে সুতি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম ইলিয়াস মহলদার। তাঁর বাড়ি সুতি থানার মীরপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে খি দিরপুরের দুলাল কালীতলা এলাকায় অভিযান চালায় সুতি থানার পুলিশ। ওই সময় একটি অটো গাড়িতে সন্দেহজনকভাবে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় ইলিয়াস মহলদারকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে অটো থেকে উদ্ধার হয় মোট ১,৭৪৪ বোতল ফেনসিডিল। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই ফেনসিডিলের এই চালান নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয় সুতি থানা পুলিশের পক্ষ থেকে।

রিসর্ট চত্বরে পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃত্যু, তদন্তে বনদপ্তর

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ গড়শালবনী এলাকার একটি রিসর্টের ভেতর থেকে মঙ্গলবার সকালে এক পূর্ণবয়স্ক দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে রিসর্টের ভিতরে হাতিটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তরের আধিকারিকরা।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃত দাঁতালটির শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

স্থানীয়দের একাংশের অনুমান, বিদ্যুতের শকে হাতিটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। যদিও বনদপ্তর এখনও সরকারি ভাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান ঝাড়গ্রামের বিধায়কও। তিনি জানান, ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গাফিলতি কিংবা অবৈধ কার্যকলাপের প্রমাণ মেলে, তবে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমের মরশুমে খাবারের সন্ধানে প্রায়ই শালবনির বিভিন্ন এলাকায় হাতির দল ঢুকে পড়ে। গত কয়েকদিন ধরেই গড়শালবনী সংলগ্ন আমবাগান এলাকায় কয়েকটি হাতির আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বলে দাবি বাসিন্দাদের। সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ অবগত ছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে পর্যাপ্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-05-2026 16:18 Page 4

১৩৩ বছরের পুরোনো

পঞ্চঘণ্টার শব্দে সময় মিলিয়ে নিতেন সেকালের কোচবিহারবাসী

উত্তরবঙ্গের ছোট্টো জেলা কোচবিহার , আর এই জেলার প্রসঙ্গ উঠতেই যে নামগুলো সবার আগে মনে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মদনমোহন মন্দির। এমনিতেই 'বারো মাসে তেরো পার্বন' উদযাপন বাঙালির চিরকালের সঙ্গী। কখনও মেলা, কখ নও বার্ষিক পার্বণ, বাঙালি মাত্রই উৎসব নিয়ে মাতামাতি। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের রাস উৎসব, সেরকমই এক পার্বণ। যার খ্যাতি উত্তরবঙ্গ ছড়িয়ে বাংলার সর্বত্র জনপ্রিয়।পুজো শুরুর প্রথম সময় থেকেই রয়েছে পঞ্চঘন্টাটি। প্রতিদিন সন্ধ্যাআরতি এবং ভোগ নিবেদনের সময় মদনমোহন মন্দিরে বেজে ওঠে এই পঞ্চঘন্টা। কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দির। সময়টা ১৮৮৯ সাল। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের আমলে শহরের বৈরাগী দিঘির ধারে তৈরি হয় কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের মন্দির। বর্তমানে মন্দিরটি জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

প্রতিদিন বহু ভক্ত ও পর্যটক মন্দিরটিতে পুজো দিতে ও বেড়াতে আসেন।এ শহরের সর্বত্র জুড়ে রয়েছে ইতিহাসের গন্ধ। আজকের আধুনিক শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা স্মৃতির ইমারতগুলো যেন বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় সেকেলে রাজপরিবারের ঐতিহ্যকে।

কোচবিহারের রাজাদের হাত ধরেই এ শহরেরই আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছিল সেসময়ে।মন্দির মাত্রই আমাদের প্রচলিত ধারণা, সেখানে থাকবে বিগ্রহ, পূজা কিংবা আরতির নানা উপাচার, পুরোহিত, ভক্ত আর অবশ্যই একটি ঘণ্টা। যে ঘণ্টাধ্বনি কানে এসে জানান দিয়ে যাবে মন্দিরের অস্তিত্ব। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এ মন্দিরের ঘণ্টার এক অন্যরকম গল্প আছে। শোনা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকেই মন্দিরে রয়েছে এই ঘণ্টাটি। আজকের দিনে আমাদের হাতে হাতে ঘড়ি, মিনিটে মিনিটে সময় মিলিয়ে নিতে তাই কোনো অসুবিধা হয়না আমাদের।

কিন্তু সেকালে ঘড়ির প্রচলন ব্রাত্য। ঠিক এরকম একটা সময়েই কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে লাগানো হয় এই ঘণ্টাটি। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই মদনমোহন মন্দিরে শুরু হয় এক রীতি। ঘণ্টা বাজানোর। প্রত্যেক প্রহরে। এতে শুধু যে মন্দিরের পূজার্চনার সুবিধা হতো, তা-ই নয়। ঘনবসতি না থাকায় ওই ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেত বহু দূর থেকে। মানুষ বুঝে নিতেন সঠিক সময় ।সময় এগিয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যে বদল ঘটেনি। আজও মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বাঁ পাশে রাখা সেই ঘণ্টা পুরনো নিয়ম মেনে বেজেই চলেছে। সকাল থেকে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় সশব্দে জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব।

জানান দিচ্ছে, এতগুলো বছর পর করে এসেও তার টিকে থাকার গল্পকে।বাঁশের গোড়া দিয়ে নির্মিত একটি হাতুড়ির সাহায্যে সেটি বাজানো হয় এই ঘণ্টাটি। এতবছর ধরে নিয়মিত ডিউটি করতে গিয়ে হাতুড়ির শরীর বেশ কয়েকবার জীর্ণ হয়েছে, প্রয়োজনের খাতিরে বদলেছে পুরোনো হাতুড়ি কিন্তু তার আকৃতি আজও একইরকম রয়েছে।এছাড়াও মদনমোহন মন্দিরের বারান্দার বাঁ দিকে ঝোলানো রয়েছে পঞ্চঘন্টা। পাশেই রাখা একটি রাজ আমলের নাগারা। পুজো শুরুর প্রথম সময় থেকেই রয়েছে পঞ্চঘন্টাটি। প্রতিদিন সন্ধ্যাআরতি এবং ভোগ নিবেদনের সময় মদনমোহন মন্দিরে বেজে ওঠে এই পঞ্চঘন্টা। ভক্ত থেকে শুরু করে পর্যটক, সকলের কাছেই মদনমোহন মন্দিরের পঞ্চঘণ্টার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।বার্ধক্য এলে শরীরে ভাঙন ধরে, আর তখন দরকার চিকিৎসার। মনুষ্য শরীরের ক্ষেত্রেও এটা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টাটির ক্ষেত্রও। সময়ের সঙ্গে বারবার জীর্ণ হয়ে পড়েছে পঞ্চঘণ্টার শিকলটি। মেরামতির জন্য বেশ কয়েকবার বন্ধ থেকেছে নিয়মিত ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায়নি শব্দ। আবার ফিরে এসেছে স্বমহিমায়। ঘণ্টার শব্দে একই রকম গমগম করে উঠেছে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণ। বলাই বাহুল্য, ১৩৩ বছর পরও তার ঐতিহ্যে ফাটল ধরেনি একরত্তিও। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।